খসড়া

জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনার (NAP) এর আলোকে স্থানীয় অভিযোজন কর্ম পরিকল্পনা (LAPA)

সময়কাল ঃ ২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ পর্যন্ত

প্রণয়নে ঃ দশমিনা উপজেলা পরিষদ, পটুয়াখালী

সহযোগিতায় ঃ লোকাল গর্ভণমেন্ট ইনিশিয়েটিভ অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (লজিক) প্রকল্প

EMBASSY OF DENMARK

Sweden
Sverige

UN
CDF
Impact Capital
for Development

UN
DP

জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনার (NAP) এর আলোকে স্থানীয় অভিযোজন কর্ম পরিকল্পনা (LAPA)

সময়কাল ঃ ২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭ পর্যন্ত

প্রণয়নে ঃ দশমিনা উপজেলা পরিষদ, পটুয়াখালী

সহযোগিতায় ঃ লোকাল গর্ভণমেন্ট ইনিশিয়েটিভ অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (লজিক) প্রকল্প

EMBASSY OF DENMARK

Sweden Sverige

UNCDF Impact Capital for Development

UNDP

বাণী

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় উপজেলা পরিষদ হলো বহুমাত্রিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। গ্রামীন জনগনের খুব কাছের প্রতিষ্ঠান হিসাবে উপজেলা পরিষদের স্থান হচ্ছে জাতীয় উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু এবং গনতান্ত্রিক চেতনা ও মুল্যবোধ সৃষ্টির মূল ও প্রথম সোপান।

উপকূলীয় উপজেলাটি তেঁতুলিয়া নদীর পাশে অবস্থিত হওয়ায় এই অঞ্চলটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ন ও বিপদাপন্ন -ঘূর্নিঝড়, খরা, নদী ভাঙ্গন ও কালবৈশাখী ঝড় এই এলাকায় প্রতি বছর ছায়ার মত জড়িয়ে রেখেছে, যা এলাকার জাতীয় দুর্যোগ হিসাবে চিহ্নিত। ঘূর্নিঝড় ও নদী ভাঙ্গন এর কারণে অত্র উপজেলার মানচিত্র ধরে রাখা মুশকিল হয়ে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এই সব দূর্যোগের মাত্রাবেড়ে মানুষের দারিদ্র তা বিপদাপন্নতা ও নানা ঝুঁকি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন একটি বড় পদক্ষেপ। যা জাতীয় পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে পারে। উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে স্থানীয় সরকার ও লজিক প্রকল্পের সহযোগিতায় জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে রক্ষা পেতে জাতীয় পরিকল্পনার অংশ হিসাবে স্থানীয় অভিযোজন পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। নিঃসন্দেহে ইহা একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।

এ বিশাল কর্মকান্ডে দশমিনা বাসী একাত্ম হয়েছে এবং তাদের চাহিদার প্রতি ফলন ঘটেছে। তাই গুরুত্বপূর্ণ এ পরিকল্পনাটি প্রনয়ণে মাননীয় উপপরিচালক স্থানীয় সরকার বিভাগ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ, উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, যারা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভাবে অংশ গ্রহন, পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে গেছেন সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মোঃআব্দুল আজীজ
উপজেলা চেয়ারম্যান
দশমিনা, পটুয়াখালী

EMBASSY OF DENMARK Sweden Sverige UNCDF Impact Capital for Development UNDP

বাণী

আমাদের টেকসই ভবিষ্যত এমন একটি বিশ্ব গড়ার সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে যে খানে মানুষের জন্য টেকসই জীবিকা, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সেবা এবং সবুজ পরিবেশের নিশ্চয়তা রয়েছে। বাংলাদেশ টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ার প্রত্যয়ে সরকারের গৃহিত জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ এবং লিঙ্গ ভিত্তিক পরিকল্পনা সংহত করার লক্ষ্যে সরকারের অগ্রাধিকার ভিত্তিক কৌশলগত মডেল বা নীতির অংশ হিসাবে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা অন্যতম। এ পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমানে স্থানীয় সরকারের বিদ্যমান পরিকল্পনায় এই জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা বিবেচনা করা হয়নি। এই জন্য স্থানীয় সরকারের পরিকল্পনায় এই জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়ের ব্যাপার। উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে স্থানীয় সরকার ও লজিক প্রকল্পের সহযোগিতায় জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে রক্ষাপেতে জাতীয় পরিকল্পনার অংশ হিসাবে স্থানীয় অভিযোজন পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে।

জলবায়ু সহনশীল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এ পরিকল্পনা প্রণয়নে উপজেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান, ভাইসচেয়ারম্যান ,সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী সহ সংশ্লিষ্টলজিক প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অক্লান্তশ্রম , প্রয়াস ও পরামর্শ গুলিকে আন্তরিকতা ও কৃতজ্ঞ তা চিত্তে গ্রহণ, মুল্যায়ন ও বিবেচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। আগামীতে এ সমন্বিত প্রয়াস অব্যাহত থাকবে এ বিষয়ে দৃঢ়প্রত্যাশা রাইল।

০২/০৮/২০২৪

নাফিসা নাজ নীরা
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
দশমিনা, পটুয়াখালী

EMBASSY OF DENMARK · Sweden Sverige · UNCDF Impact Capital for Development · UNDP

সূচিপত্র

ভূমিকা: 4

দশমিনার পটভূমি: 4

সাধারণ তথ্যাদি 4

ক. দুর্যোগ এর মাত্রা ও ধরণ (Extent and nature of disaster) 6

খ. দুর্যোগের প্রভাবে ক্ষতির ধরণ ও মাত্রা (Extent and nature of impact) 7

গ. গৃহিত পদক্ষেপ (Nature of steps taken) 8

রূপকল্প (Vision of LAPA) 10

লক্ষ্য (Goal of LAPA) 11

ফলাফল (Outcome of LAPA) 12

সেক্টর ও কৌশল (Sector and adopted strategy) 12

প্রতি সেক্টরে গৃহিত পরিকল্পনা (Plans for each sector) 14

ক. চিহ্নিত প্রকল্পের সংখ্যা (Number of projects) 20

খ. বাজেট (Budget) 20

গ. বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (Implementing agent) 20

ঘ. উপকারভোগীর সংখ্যা (Number of beneficieries) 20

ঙ. প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে জেন্ডার সংবেদনশীলতা (Gender sensitivity) 20

চ. জীব বৈচিত্র রক্ষায় প্রকল্পগুলোর ভূমিকা (Biodivirsity) 20

ছ. বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রকল্পের ভূমিকা (Types of disaster risk reduction) 21

প্রতিবন্ধকতা সমূহ (Challenges of the LAPA) 21

উপসংহার (Conclusion) 21

পরিশিষ্ট (Annex 22

স্থানীয় অভিযোজন পরিকলনা (Local Adaptation Plan of Action –LAPA)

ভূমিকা: বাংলাদেশকে বলা হয় জলবায়ু পরিবর্তনের পোস্টার চাইল্ড। বর্তমান সমগ্র বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন ও এর ক্ষতিকারক প্রভাব নিয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ প্রকাশ করছে। বিশ্বের নেতৃত্ব স্থানীয় দেশ এবং আর্ন্তজাতিক সংস্থা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও ঝুঁকি মোকাবেলায় সমন্বিতভাবে কাজ করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করছেন। এমন সময়ে এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকার ২০২২ সালে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (National Adaptation Plan 2023-2050) অনুমোদন করে। এটি সার্বজনীন ভাবে স্বীকৃত যে, বাংলাদেশ একটি জলবায়ু ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। প্রতি বছর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অনেক জানমালের ক্ষতি হয়। এই দুর্যোগ থেকে জানমালের ক্ষতির পরিমাণ কমানোর জন্য এই জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমানে স্থানীয় সরকারের বিদ্যমান পরিকল্পনায় এই জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনাকে বিবেচনা করা হয়নি। এই জন্য স্থানীয় সরকারের পরিকল্পনায় এই জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে ও ইউএনডিপি, ইউএনসিডিএফ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও এম্বাসী অব সুইডেন উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে বাস্তবায়িত **লোকাল গভর্ণমেন্ট ইনিশিয়েটিভ অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (লজিক) প্রকল্প**-এর কর্মএলাকার মোট ১৯ টি উপজেলায় জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনার আলোকে স্থানীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কার্মপরিকল্পনার অংশ হিসাবে দশমিনা উপজেলা বাংলাদেশের উপজেলাগুলোর মধ্যে প্রথম ধাপে স্থানীয় অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

দশমিনার পটভূমি: দশমিনা থানা গঠিত হয় ১৯৭৯ সালে,এর আগে এ উপজেলাটি বাউফল উপজেলার আওতাধীন ছিলো এবং ১৯৮৩ সালে থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয়। ৭টি ইউনিয়ন, ৪৯টি মৌজা ৫৩টি গ্রামের সমন্বয়ে দশমিনা উপজেলা গঠিত।

আয়তন: ৩৫১.৮৮ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২২°০৮´ থেকে ২২°২২´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°২৮´ থেকে ৯০°৩৯´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে বাউফল উপজেলা, দক্ষিণে গলাচিপা উপজেলা, পূর্বে লালমোহন উপজেলা ও ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলা, পশ্চিমে গলাচিপা উপজেলা।দশমিনা উপজেলায় বর্তমানে ৭টি ইউনিয়ন রয়েছে। সম্পূর্ণ উপজেলার প্রশাসনিক কার্যক্রম দশমিনা থানার আওতাধীন।

ইউনিয়নসমূহ:

- ১নং রণগোপালদী
- ২নং আলীপুর
- ৩নং বেতাগী সানকিপুর
- ৪নং দশমিনা
- ৫নং বহরমপুর
- ৬নং বাঁশবাড়িয়া
- ৭নং চর বোরহান

দশমিনা পটুয়াখালী জেলার অন্যতম জলবায়ু ঝুঁকি সম্পন্ন উপজেলা। এই উপজেলার রয়েছে স্বকীয় সাংস্কৃতি ও ঐতিহ্য উপজেলার ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগলিক অবস্থান এই উপজেলার মানুষের ভাষা ওসংস্কৃতি গঠনে ভূমিকা ঋতুভিত্তিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ন্যেকা বাইচ, বৈশাখী মেলা, পৌৈষ সংক্রান্তি, ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে বিভিন্নভাবে সংস্কৃতির প্রসার ঘটে। দশমিনা উপজেলার অধিকাংশ মানুষ আঞ্চলিক (বরিশালের) ভাষায় কথা বলে।উপজেলায় রয়েছে প্রকৃতির অপার নৌসর্গিক সৌন্দর্য ও সম্ভাবনা সেই সাথে এই উপজেলায় রয়েছে বাংলাদেশের একমাত্র বীজ বর্ধন খামার। প্রায় সারে চার হাজার কোটি টাকা ব্যায়ে ১,০০০ একর জমির উপর জমি নিয়ে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন করা হয়েছে।এ অঞ্চলের ম্যানগ্রোভ বন মৌ চাষীদের মধু আহরণের অভয়ারণ্য। তবে সকল কিছু ছাপিয়ে এখানে প্রতীয়মান হয় দুর্যোগের সাথে লড়ায় করে এই অঞ্চলের মানুষের বেঁচে থাকার গল্প। দশমিনা উপজেলার একটি সংক্ষিপ্ত পরিলেখ নিচে দেওয়া হলো-

সাধারণ তথ্যাদি	
জেলা	পটুয়াখালী
উপজেলা	দশমিনা
সীমানা	উত্তরে বাউফল ও পশ্চিমে পটুয়াখালী সদর উপজেলা, গলাচিপা ও পূর্বেলালমোহন উপজেলা । পশ্চিম

জেলা সদর হতে দূরত্ব	৪০ কি:মি:
আয়তন	৩০০.৭৪বর্গ কিলোমিটার
জনসংখ্যা	১,১৮,১৮০ জন (প্রায়)
পুরুষ	৫৮,৩০০জন (প্রায়)
মহিলা	৫৯,৮০০,৮০জন (প্রায়)
লোক সংখ্যার ঘনত্ব	১,০৪৮ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)
মোট ভোটার সংখ্যা	৭৯৮৩৬ জন
পুরুষভোটার সংখ্যা	৩৮৫৪৭ জন
মহিলা ভোটার সংখ্যা	৪১২৮৯ জন
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.৩০%
মোট পরিবার(খানা)	৮২,৯৭০ টি
নির্বাচনী এলাকা	
গ্রাম	৫১ টি
মৌজা	৫৫টি
ইউনিয়ন	৬ টি
/ সিটি কর্পরেশন/পৌরসভা	টি
এতিমখানা সরকারী	
এতিমখানা বে-সরকারী	৭ টি
মসজিদ	১২৬ টি
মন্দির	১০ টি
নদ-নদী	২ টি
হাট-বাজার	১৯ টি
ব্যাংক শাখা	৫ টি
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস	৭ টি
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	০১ টি
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প	টি
বৃহৎ শিল্প	টি

ভৌগলিক অবস্থান এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দূর্যোগের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণে প্রতিনিয়ন এই অঞ্চলের মানুষ লড়াই করে যাচ্ছে নিয়মিত উন্নয়ন কাজ বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে। এছাড়াও দশমিনার বৈচিত্রতা ও স্বকীয়তা বিবেচনায় নিয়মিত উন্নয়নকাজ এখানে টেকসই হতে পারেনা বিশ্বায়নের এই সময়ে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন স্থানীয় পরিস্থিতি, চাহিদা ও কৌশলকে বিবেচনা করে অনুকূল পরিকল্পনা ও তার সঠিক বাস্তবায়ন।

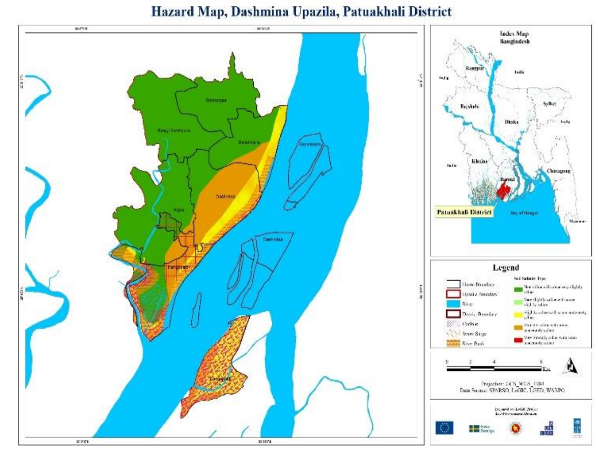

উপরের মানচিত্র থেকে প্রতিয়মান হয় যে ভৌগোলিক ভাবে দশমিনা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটি অবস্থানে রয়েছে। সুপার সাইক্লোন সিডর, জলোচ্ছাস, বন্যা এবং মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ইত্যাদি প্রমান করেছে দসশমিনা উপজেলার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন এখন আর সম্ভবনার বিষয় নয় বরং বিষয়টি অবধারিত।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্ধ করা যায় না।এক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করার সম্ভবনা থাকলেও দুর্বল অর্থনীতির কারণে আমাদেরপক্ষে এ কাজটিও কষ্টসাধ্য। তবে দুর্যোগের সাথে মোকাবেলা কওে বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতা ও চর্চা এদেশের মানুষের দীর্ঘদিনের। আজও এ এলাকার মানুষের দুর্যোগ মোকাবেলার সাহসী উদাহরণ দুর্যোগে ঝুঁকিগ্রস্থ বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মানুষের জন্য অনুপ্রেরণা। সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড় সিডরের তীব্রতা (২৪০ কিলোমিটার) অতীতের যে কোন ঘূর্ণিঝড়ের চেয়ে বেশী হলেও জীবনহানীর (৩০০০+) অতীতে ঘটে যাওয়া যেকোন ঘূর্ণিঝড়ের চেয়ে অনেক অনেক কম। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বাংলাদেশের এই অজর্ন পৃথিবীর সব দেশের মানুষকে অবাক করেছে।

ক. দুর্যোগ এর মাত্রা ও ধরণ (Extent and nature of disaster)

দশমিনাতে প্রধান জলবায়ুগত বিপদগুলি হল ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গন, মৌসুমি ঝড়বৃষ্টি, নদীর তীর ক্ষয়, উচ্চ জোয়ার ও জলোচ্ছাস, লবণাক্ততা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং কৃষি খরা। এই অঞ্চলে ঐতিহাসিক বিধ্বংসী বিপর্যয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ২০৭ সালের সিডড় (SIDR), ২০০৯ সালের আইলা (AILA), ২০১৩ সালের মোহসেন এবং ২০১৯ সালে ফনি (FANI) এবং বুলবুল (Bulbul), ২০২০ সালের আম্ফান (Amphan), ২০২১ সালের ইয়াস (Yaas) এবং ২০২২ সালের সাইক্লোন সিত্রং (Sitrang)। ঘূর্নিঝড় এই অঞ্চলের প্রধান সমস্যা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এই ঝাড়ের শক্তি ও সংখ্যা প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া মানবসৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা যেমন জলাবদ্ধতা, বায়ুদূষণ এর পরিমানও বিগতবছরগুলোতে বৃদ্ধি পেয়েছে। বজ্রপাত , উচ্চজোয়ার,নদীভাঙ্গন, খরা, শৈতপ্রবাহ সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ সারা বছর লেগেই থাকে। এ অঞ্চলের প্রতিটি পরিবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার। বন্যার কারণে একদিকে যেমন ফসল ও জীবনহানি ঘটে অন্যদিকে নদীভাঙ্গনের ফলে কৃষিজমি হারাচ্ছে। **নিম্নে বিগত পাঁচ বছরের সংগঠিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিবরণ দেয়া হলো-**

	সমস্যার ধরন	টিক চিহ্ন দিন				
		২০২৩	২০২২	২০২১	২০২০	২০১৯
১	অতিবৃষ্টি/মনসুন ডিপ্রেশন	√	√	√	√	√
২	জলাবদ্ধতা	√	√	√	√	√
৩	খরা/ মৌসুমি খরা /অনিয়মিত বৃষ্টিপাত	√	√	√	√	√
৪	অতিদাহ	√	√	-	-	-
৫	বন্যা/ উচ্চজোয়ার	√	√	√	√	√
৬	আকস্মিক বন্যা	-	-	-	-	-
৭	মৌসুমি ঝড়/ কাল বৈশাখী	√	√	√	√	√

৮	সাইক্লোন	√	√	√	√	√
৯	জলোচ্ছাস	√	√	√	√	√
১০	শৈত্য প্রবাহ	√	√	-	-	-
১১	শীলা বৃষ্টি	-	√	√	-	-
১২	অতি কুয়াশা	-	√	-	-	-
১৩	নদী ভাঙ্গণ	√	√	√	√	√
১৪	জমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি/ সেচের পানিতে লবণাক্ততা	√	√	√	√	√
১৫	বজ্রপাত	√	√	√	√	√
১৬	ভূমিধস	-	-	-	-	-
১৭	সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি	-	-	-	-	-
	মোট	১৩	১৪	১০	৯	১০

খ. দুর্যোগের প্রভাবে ক্ষতির ধরণ ও মাত্রা (Extent and nature of impact)

দশমিনা উপজেলা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং সেই অনুপাতে অত্যন্ত দুর্বল প্রশমন ক্ষমতাসম্পন্ন। এই অঞ্চলের যোগাযোগ এখনো সেইভাবে উন্নত নয়। এছাড়া উক্ত উপজেলায় অনেকগুলো দ্বীপ সাদৃশ্য চর রয়েছে যেখানে বসবাসকারী জনগণ দূর্যোগকালীন সময় অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা ঘনঘন বহমূখী দুর্যোগ এই উপজেলার অর্থসামাজিক অবস্থার উপরে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। কৃষি ও মৎস্যজীবীর এই অঞ্চলের প্রধান দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা এবং দুইটিই প্রকৃত নির্ভর যা দূর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ। ঘূর্ণিঝড় বিষয়ে এলাকার জনগনের সচেতনতা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অশ্রায়নকেন্দ্র নেই থাকলেই সেখানে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত রাস্তা বা সংযোগ সড়ক নেই। সেই সাথে বার্তমানে উপজেলার অনেকাংশে নদীভাবঙ্গনের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে যা এই অঞ্চলের জন্য হুমকি স্বরূপ। মৌসুমি খরা মোকাবেলায় কৃষকদের যথাযথ সেচ সুবিধার অনেক ঘাটতি রয়েছে অপর পাশে অতিবৃষ্টি বা উচ্চজোয়ারের কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা মোকাবেলায় যথাযথ অবকাঠামোর সংকট রয়েছে ফলে সম্ভাবনাময় অনেক দ্বি বা ত্রি ফসলা জমিতে মাত্র একটি ফসল ফলাতে হচ্ছে। উপজেলাটি বঙ্গোপসাগরের ঘেষা যার কারনে প্রতি বছর এখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে থাকে । শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটেই থাকে না, এর প্রকোপে অনেক ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে যার চিত্র নিম্নে ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো-

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ক্ষয়ক্ষতির বর্ণনা

নং	সমস্যার ধরন	ক্ষতির ধরন (টিক চিহ্ন দিন)															
		১. ফসল বিনষ্ট	২. মৎস সম্পদ বিনষ্ট	৩. গবাদি পশু-পাখির ক্ষতি	৪. জীবনহানী	৫. বাড়ী ঘর ক্ষতিগ্রস্থ/	৬. রাস্তা-ঘাট বিনষ্ট	৭. শ্রমিকদের জীবিকার অনিশ্চয়তা	৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানা নষ্ট	৯. নিয়মিত স্কুলে যাওয়া বাধা	১০. বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকট	১১. হাটবাজার ক্ষতিগ্রস্থ	১২. বিদ্যুৎ তৈরি ও ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থার	১৩. চিকিৎসা সেবা ব্যহত	১৪. প্রশাসনিক সেবাদান ব্যহত	১৫. পয়ঃনিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ পানির সংকট	১৬. অন্যান্য

১	অতিবৃষ্টি/মনসুন ডিপ্রেশন	√	√	√	-	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√
২	জলাবদ্ধতা	√	-	√	-	√	√	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√
৩	খরা/ মৌসুমি খরা	√	√	√	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-
৪	অতিদাহ	√	√	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৫	বন্যা/ উচ্চজোয়ার	√	√	√	-	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√
৬	আকস্মিক বন্যা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৭	মৌসুমি ঝড়/ কাল বৈশাখী	√	√	√	√	√	√	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√
৮	সাইক্লোন	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
৯	জলোচ্ছ্বাস	√	√	√	-	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√
১০	শৈত্য প্রবাহ	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
১১	শীলা বৃষ্টি	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
১২	অতি কুয়াশা	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
১৩	নদী ভাঙ্গাণ	√	-	-	-	√	√		√			√	√			√	√
১৪	জমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি/ সেচের পানিতে লবণাক্ততা	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
১৫	বজ্রপাত	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
১৬	ভূমিধ্বস	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

গ. গৃহিত পদক্ষেপ (Nature of steps taken)

প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিপক্ষে যুদ্ধ করে টিকে থাকার মানসিকতা এ অঞ্চলের মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। জন্মগতভাবেই এ অঞ্চলের মানুষ টিকে থাকতে অভ্যস্ত। প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমাতে বা রোধ করতে সরকার ও বিভিন্ন দাতা সংস্থার পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়েও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। নিম্নে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ উল্লেখ করা হলোঃ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য গত পাঁচ বছরে গৃহিত পদক্ষেপ

	সমস্যার ধরন	অভিযোজন (Adaptation) এর জন্য গৃহিত পদক্ষেপ
১	অতিবৃষ্টি/মনসুন ডিপ্রেশন	অতি বৃষ্টির ফলে নদী,নালা,খাল,বিল পানিতে ডুবে যায়। অনেক খাল ভরাট হয়ে খালের গভীরতা কমে যায় যার কারনে সরকারি ও দাতাসংস্থার সহায়তায় কয়েকটি খাল খনন করা হয় এবং কালভার্ট ও ইনলেড নির্মাণ করা হয়েছে তবে প্রয়োজনের তুলনায় এর পরিমাণ অনেক কম। এছাড়া মৎস্য সম্পদ রক্ষার্থে স্থানীয় ভাবে পুকুর ও ঘেরগুলোতে ব্যক্তিগতভাবে নেট বা জাল উঁচু করে দেওয়ার প্রচলণ রয়েছে।

২	জলাবদ্ধতা	উচ্চজওয়ার, মানবসৃষ্ট কারণ, অতি বৃষ্টির ফলে প্রায়শ জলাবদ্ধতার সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যার সমাধানে সরকারি ও দাতাসংস্থার সহায়তায় কয়েকটি খাল খনন, ড্রেনেজ, কালভার্ট ও ইনলেড নির্মাণ করা হয়েছে তবে প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়।
৩	খরা/ মৌসুমি খরা	মৌসুমি খরা এই অঞ্চলের কৃষকদের জন্য একটি বড় সমস্যা এই সমস্যা সমাধানে কৃষকরা সাধারণত ডিপপাম্পের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করে। তবে লজিক প্রকল্পের সহায়তায় এই উপজেলায় সর্বপ্রথম সৌরচালিত সেচ ব্যবস্থার সাথে কৃষকদের পরিচয় করানো হয়েছে। এছাড় কৃষি বিভাগ থেকে কম সেচে ও খরা সহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের চাষের বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও বীজ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি খালপুনঃখননের মাধ্যমে খরা মৌসুমের জন্য পানি সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সনাতন পদ্ধতিতে জমির পাশে পরিখা খনন করেও স্থানীয় কৃষকরা খরার প্রকোপ কমানো প্রচেষ্টা করে থাকে।
৪	অতিদাহ	অতিদাহ এই উপজেলার জন্য প্রযোজ্য না হলেও মৌসুমি খরার সময় বেশ কিছু বছরধরে দীর্ঘ হতে দেখা যাচ্ছে।
৫	বন্যা/ উচ্চজোয়ার	উচ্চজোয়ার প্রতিরোধে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে বাঁধ নির্মাণ ও ক্ষতিগ্রস্থা বাঁধ পুনঃনির্মাণের কাজ করা হচ্ছে। এছাড়াও বর্তমানে গ্রামীন রাস্তার উচ্চতা বাড়িয়ে রাস্তা কাম বাঁধ নির্মাণের প্রবণতা এই অঞ্চলে বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬	আকস্মিক বন্যা	-
৭	মৌসুমি ঝড়/ কাল বৈশাখী	ঝড়ের ক্ষতি কমাতে স্থানীয় গুরুত্বপুর্ণ সড়কের পাশের গাছের ডাল নিয়মিত ভাবে ছাঁটাই করা হয়।
৮	সাইক্লোন/ ঘূর্ণিঝড়	উপকূলীয় অঞ্চলে প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড় দেখা দেয়। এই সময় জনসাধারন আগাম প্রস্তুতি নেয়ার কারনে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কম হয় । সাইক্লোনের আগাম সর্তকীকরন বার্তা জনসাধারন টিভি , মাইকিং ও,মোবাইলের মাধ্যমে জানতে পারে । ঝুঁকিপূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন এলাকার জনসাধার কে ইউনিয়ন পরিষদ , উপজেলা পরিষদ নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার ব্যবস্থা করে থাকে । সরকারি ও বেসরকারি ভাবে আশ্রয়নকেন্দ্র নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ করা হয়েছে সেই সাথে সংযোগ সড়ক, পুল ও ব্রিজ নির্মাণের কাজ নিয়মিত ভাবে করা হচ্ছে। এছাড়া গবাদি পশু পাখির নিরাপত্তায় মুজিব কিল্লা নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ চলমান রয়েছে। সেচতনতা বৃদ্ধিতে প্রশাসন ও সিপিপি মাঠপার্যায়ে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে।
৯	জলোচ্ছাস	উপকূলীয় অঞ্চলে / ঘূর্ণিঝড়ের সাথে দেখা দেয় জলোচ্ছাস । এই জলোচ্ছাস জন্য জনসাধারন বাড়ী ঘর উচু করে এবং যাদের ঘর বাড়ি নিচু তারা আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহন করে। জলোচ্ছাস প্রতিরোধে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে বাঁধ নির্মাণ ও ক্ষতিগ্রস্থা বাঁধ পুনঃনির্মাণের কাজ করা হচ্ছে। এছাড়াও বর্তমানে গ্রামীন রাস্তার উচ্চতা বাড়িয়ে রাস্তা কাম বাঁধ নির্মাণের প্রবণতা এই অঞ্চলে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া জলোচ্ছ্সের জলাবদ্ধা থেকে রক্ষা পাবার জন্য সরকারি ও দাতাসংস্থার সহায়তায় কয়েকটি খাল খনন, ড্রেনেজ, কালভার্ট ও ইনলেড নির্মাণ করা হয়েছে তবে প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়।
১০	শৈত্য প্রবাহ	শৈত্য প্রবহ জনজীবনে স্থাবিরতা তৈরি করে তবে এই ক্ষেত্রে বেশি ক্ষতিগ্রস্থা হয় কৃষক। এই কুয়াশা থেকে ফসল বাঁচাতে কৃষি বিভাগ কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সহায়তা প্রদান করে ।
১১	শীলা বৃষ্টি	শীলাবৃষ্টি এই এলাকার অর্থকরী ফসল তরমুজের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক বর্তমানে কৃষকদের মাঝে আগাম জাতের প্রবণতা বেড়েছে সম্ভাব্য ক্ষতি এড়াতে।
১২	অতি কুয়াশা	কুয়াশা থেকে ফসল বাঁচাতে কৃষি বিভাগ কৃষকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সহায়তা প্রদান করে ।
১৩	নদী ভাঙ্গাণ	দশমিনা উপজেলার দশমিনা ও বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়ন সবচেয়ে বেশি ভাঙ্গানের শিকার বর্তমানে পানি উন্নয়নবোর্ডের সহায়তায় বাঁধ নির্মান কাজ চলমান রয়েছে। তবে অরো বিচ্ছিন্ন জাগায় ভাঙ্গানের প্রবনতা রয়েছে সেখানে ব্লক দেওয়া হচ্ছে সাথে গাছ লাগানোর মাধ্যমে ক্ষয় প্রতিরোধেয় চেষ্টাও করা হচ্ছে।
১৪	জমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি/ সেচের পানিতে লবণাক্ততা	দক্ষিণাঞ্চল হলেও দশমিনা উপজেলায় জমিতে লবণাক্ততার পরিমাণ সেইভাবে ছিলনা কিন্তু কয়েক বছরের দীর্ঘায়ীত খরাকালীন সময়ে লবণাক্ততার পরিমাণ বাড়তে দেখা গিয়েছে। এই ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে যে ই সকল খালের সাহায্যে লবণপানি প্রবেশ করে স্থানীয়রা নিজ উদ্দ্যোগে সেইসকল সংযোগ আটকানোর চেষ্টা করেছে।

১৫	বজ্রপাত	বিগত দুই বছরে অত্র এলাকায় বজ্রপাতের ঘটনা বৃদ্ধি পয়েছে গবদিপশু ছাড়াও জনজীবন হুমকির মুক্ষে রয়েছে বর্তমানে লজিক প্রকল্পের সহায়তায় অত্র এলাকায় মোট ৫ টি বজ্রনিরোধক স্থাপন করা হয়েছে এছাড়া অন্যান্য উৎস থেকে বজ্র নিরোধক স্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে।
১৬	ভূমিধস	-
১৭	সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি	-

রূপকল্প (Vision of LAPA)

জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা বাংলাদেশ সরকার ২০২২ সালে আগামী ২৭ বছরের জন্য (২০২৩-২০৫০) অনুমোদন করে। এ পরিকল্পনায় একটি রূপকল্প, ছয়টি লক্ষ্য, ২৩টি কৌশল, ২৮টি ফলাফল চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া এ পরিকল্পনায় ১১ এলাকাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনায় আটটি সেক্টর বা খাতের উপর কাজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ৮ ধরনের নীতির কথা বলা হয়েছে। এছাড়া এ পরিকল্পনায় ১১৩ ধরনের উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। তবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর গুরত্বারোপ করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ের অভিযোজন পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও সেই ৮ টি নীতিকে প্রধান্য দেওয়া হয়েছে। নীতিগুলো হলো-

অভিযোজন কৌশল এর নীতি ও প্রাধান্য
স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্তির নীতিসমূহ (Principle) ও প্রাধান্যসমূহ
• ক্রসকাটিং, পরিপূরক ও বহুমাত্রিক (Cross-cutting sectors, multi-disciplinary approach, Complementary) • স্থানীয় মালিকানা, অংশগ্রহণ ও সামাজিক অর্ন্তভুক্তি (Country ownership, Participatory, Social inclusion -gender, youth, elderly, disabilities) • স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় স্থানীয়ভাবে পরিচালিত হতে হবে। (Transparent process and incorporates both top-down and bottom –up approach) • সমন্বয় (horizontal and vertical coordination) • বৈজ্ঞানিক এবং স্থানীয় জ্ঞানের সমন্বয় (Scientific and indigenous knowledge) • এসডিজি ও বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান এর সাথে সামঞ্জস্য (Alignment with SDGs, Synergy with BDP 2100) • ব্যক্তিমালিকানা খাতের অংশগ্রহণ (Private sector engagement) • সুশাসন ও স্বচ্ছতার জন্য পরীবিক্ষণ, মূল্যায়ন (M&E for improved governance and transparency) • সামাজিক অর্ন্তভুক্তিকরণ জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও যুব সমাজের স্বতঃস্ফূরর্ত অংশগ্রহণ (Social inclusion**especial focus** on gender and youth)

স্থানীয় অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি লক্ষ্য বা কৌশল যেনো আরএকটি লক্ষ্য বা কৌশলের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে এবং একটি কৌশল বহুমাত্রিক ধরনের হয় এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়েছে, এ কৌশল প্রণয়নে এবং বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব দেওয়া দেওয়া হয়েছে। এর বাস্তবায়নে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার এবং স্থানীয় নেতৃত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ কৌশল স্থানীয়ভাবে প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সবার সাথে সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ কৌশল স্থানীয়ভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিজ্ঞান এবং স্থানীয় জ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ কৌশল স্থানীয়ভাবে প্রণয়নে জাতীয় পরিকল্পনা যেমন এসডিজি এবং ডেল্টা প্ল্যান এর সাথে যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কৌশল প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে ব্যক্তি মালিকানা খাতের অংশগ্রহণ ও স্বচ্ছছতা ও সামাজিক জবাবদিহীতা নিশ্চিত করতে পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়েনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একই সাথে সামাজিক অর্ন্তভুক্তিকরণের বিষয়টিকেও এখনে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়েছে বিশেষ করে জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও যুব সমাজের স্বতঃস্ফূরর্ত অংশগ্রহণ।

এছাড়া স্থানীয়ভাবে কৌশল নির্ধারণে নীচের চারটি বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়ভাবে এ কৌশল বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেওয়া, বাস্তুসংস্থান ভিত্তিক এবং প্রাকৃতিকভাবে সমাধানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সবুজ প্রবৃদ্ধি ও ব্যক্তিমালিকানা খাতে অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়ে পরিকল্পনা করা হয়েছে ।

১। স্থানীয়ভাবে চালিত অভিযোজন (Locally led adaptation)
২। বাস্তুসংস্থান ভিত্তিক অভিযোজন (Ecosystem-based adaptation)
৩। প্রকৃতিক সমাধান (Nature-based solutions)
৪। সবুজ প্রবৃদ্ধি (Green Growth)

একটি কার্যকরী অভিযোজন কৌশল প্রণয়নের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী সমাজ ব্যবস্থা, বাস্তু ব্যবস্থা এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যম একটি জলবায়ুসহিষ্ণু জাতি গঠন করা সম্ভব। সার্বিক পর্যালচনার ভিত্তিতে দশমিনা উপজেলার রূপকল্প নিচে দেওয়া হলো-

নং	স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োগযোগ্য কৌশল	জাতীয় কৌশল নং
১.	বন্যা, নদী ভাঙ্গন ও খরার ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা।	১.২
২.	জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত প্রভাব থেকে গাছপালা, জীবন-জীবিকা, রাস্তা-ঘাট রক্ষা করা।	১.৩
৩.	জলবায়ু সহনীয় কৃষির সম্প্রসারণ করা।	২.১
৪.	জলবায়ু সহনীয় পদ্ধতিতে মৎস, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন।	২.২
৫.	জলবায়ু সহনীয় মৎস্য, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ এর সম্প্রসারণ করা।	২.৪
৬.	জলবায়ু সহনীয় জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন উন্নয়ন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ।	৩.৩
৭.	স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বনায়ন কর্মসূচি বৃদ্ধি করা।	৪.৩
৮.	অভিযোজন (Adaptation) কার্যক্রম এর পরীবিক্ষণ, মূল্যায়ন, শিখন কার্যক্রমের জন্য একটি কাঠামো তৈরী করা।	৫.২
৯.	প্রাইভেট সেক্টরকে অভিযোজন কার্যক্রমের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা।	৫.৩
১০.	স্থানীয় সরকার, স্থানীয় সংগঠন, নারী, যুব, প্রতিবন্ধীদের এ অভিযোজন (Adaptation) কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য তাদের ক্ষমতা বাড়ানো।	৫.৪
১১.	অভিযোজন (Adaptation) এর কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি ও জ্ঞান আহরণ করা।	৬.১
১২.	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে জান-মাল রক্ষার্থে উদ্ভাবন এর উপর জোর দেওয়া।	৬.২

লক্ষ্য (Goal of LAPA)

জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হলো একটি কার্যকরী অভিযোজন কৌশল প্রণয়নের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী সমাজ ব্যবস্থা, বাস্তুব্যবস্থা এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যম একটি জলবায়ু সহিষ্ণু জাতি গঠন করা। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় ছয়টি লক্ষ্য বাছাই করা হয়। এই লক্ষ্যগুলো হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, জলবায়ু সহনীয় কৃষির প্রচলন, জলবায়ু সহনীয় স্বাস্থ্য সেবা, পয়ঃনিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, মানুষের কল্যাণে প্রকৃতি নির্ভর পদ্ধতির ব্যবস্থা, সুশাসন এবং মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উদ্ভাবন। স্থানীয় অভিযোজনের ক্ষেত্রেও এই ছয়টি লক্ষ্যকে টার্গেট করা হয়েছে। নিচে চিত্রে অভিযোজন এর লক্ষ্য দেওয়া হলো:

জাতীয় অভিযোজন কৌশল এর রূপকল্প এবং লক্ষ্য:

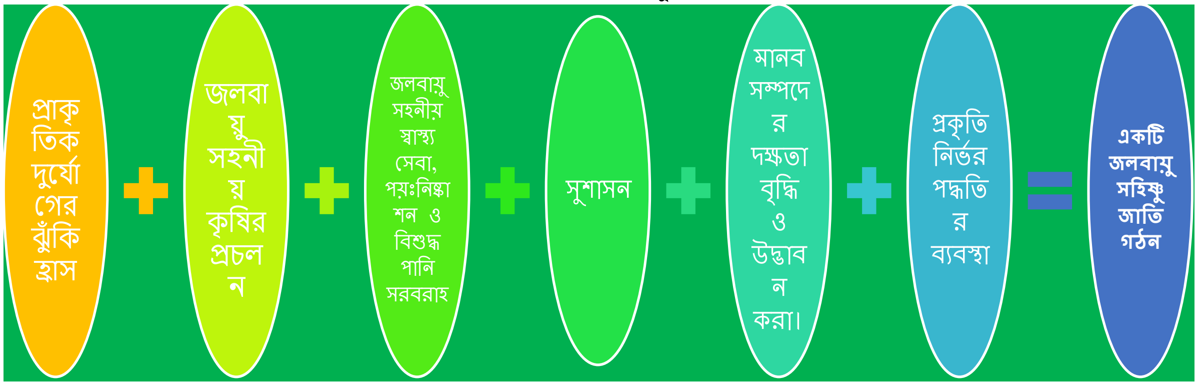

ফলাফল (Outcome of LAPA)

জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় মোট ২৮টি ফলাফল এর প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে স্থানীয় পর্যায়ে আটটি ফলাফল এর প্রস্তাব করা হচ্ছে যা জাতীয় পর্যায়ে উনিশটি ফলাফল অর্জনের জন্য ভূমিকা রাখবে। নিচে স্থানীয় পর্যায়ের জন্য আটটি ফলাফল দেওয়া হলো:

স্থানীয় পর্যায়ে প্রযোজ্য জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনার ফলাফল (Outcome)

নং	স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োগযোগ্য ফলাফল	জাতীয় অভিযোজন এর ফলাফল নং
১.	প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি যেমন বন্যা, নদী ভাঙ্গন ও খরা হ্রাসের মাধ্যমে গাছপালা, জীবন, জীবিকা, রাস্তা-ঘাট রক্ষা করে স্থানীয় পর্যায়ের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করে মানুষের টেকসই উন্নয়ন করা। ।	১.১, ১.২, ১.৩
২.	জলবায়ু সহনীয় কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টিচাহিদা পূরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যর উন্নয়ন এর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন করা।	২.১, ২.২, ২.৩, ২.৪
৩.	জলবায়ু সহনীয় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের নিশ্চয়তার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে_টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।	৩.১, ৩.২, ৩.৩
৪.	স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বনায়ন কর্মসূচি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাকৃতিক ঝুঁকি হ্রাস।	৪.৪, ৪.৫
৫.	অভিযোজন (Adaptation) কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধি, গুণগতমানের উন্নতি ও সবার অংশগ্রহণের নিশ্চয়তার জন্য পরীবিক্ষণ, মূল্যায়ন, শিখন ও পরিকল্পনা কার্যক্রম এর কাঠামো তৈরী ও বাস্তবায়ন করা।	৫.১, ৫.২
৬.	অভিযোজন (Adaptation) কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধি, স্থানীয় মানব সম্পদের ব্যবহার ও সবার অংশগ্রহণের নিশ্চয়তার জন্য কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা।	৫.৩, ৫.৫
৭.	অভিযোজন (Adaptation) কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার দক্ষতা বৃদ্ধির কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা ।	৬.১, ৬.৩
৮.	অভিযোজন (Adaptation) কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য নতুন নতুন উদ্ভাবন এর জন্য কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন কর।	৬.৪

সেক্টর ও কৌশল (Sector and adopted strategy)

জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ও স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিম্নে উল্লেখিত কৌশল দশমিনা উপজেলার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে-

ক্ষেত্র	লক্ষ্য	ফলাফল	কৌশল
১। দুর্যোগ, সামাজিক ও সার্বিক নিরাপত্তা	১. প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের মাধ্যমে জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা।	১. প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি যেমন বন্যা, নদী ভাঙ্গন ও খরা হ্রাসের মাধ্যমে গাছপালা, জীবন, জীবিকা, রাস্তা-ঘাট রক্ষা করে স্থানীয় পর্যায়ের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করে মানুষের টেকসই উন্নয়ন করা। (১.১, ১.২, ১.৩)	১.১: ঘূর্ণিঝড়ের ঝড়, উচ্চজোয়ার সমুদ্রপৃষ্ঠের স্তর বৃদ্ধি এবং লবণাক্ততার অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে লড়াই ১.২: বন্যা, ক্ষয় ও খরা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ১.৩: জীবন, জীবিকা রক্ষা করন এবং অন্যান্য জলবায়ু প্রান্তিকতা হতে অবকাঠামো এবং বাস্তুতন্ত্রের রক্ষাকরণ
২। পানি সম্পদ ৩। কৃষি	২. খাদ্য, পুষ্টি ও জীবিকার জন্য জলবায়ু সহনীয় কৃষির প্রচলন করা।	২. জলবায়ু সহনীয় কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টিচাহিদা পূরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যর উন্নয়ন	২.১: জলবায়ু-স্মার্ট কৃষি সম্প্রসারণ ২.২: জলবায়ু-সহনশীল মৎস্যসম্পদ গড়ে তোলা, জলজ পালন এবং পশুসম্পদ

৪। মৎস্য, অ্যাকুয়্যাকালচার এবং পশুসম্পদ ৫।শহর/ কমিউনিটির উন্নয়ন		এর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন করা (২.১, ২.২, ২.৩, ২.৪)	২.৩: টেকসই কৃষি-ইনপুট নিশ্চিত করণ এবংযুগান্তকারি ভ্যলু চেইন নিশ্চিত করণ ২.৪: করুন কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্প পরিষেবাগুলিকে শক্তিশালী
	৩. মানুষের কল্যাণে জলবায়ু সহনীয় স্বাস্থ্য সেবা, পয়ঃনিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে শহরের উন্নয়ন করা।	৩. জলবায়ু সহনীয় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের নিশ্চয়তার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা (৩.১, ৩.২, ৩.৩)	৩.১ পরিবেশ বান্ধব নীল ও সবুক কাঠামো প্রসার পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণের নিমিত্তে ৩.২ জলবায়ু-স্মার্ট টেকসই শহর বা লোকালয় বিকাশ করণ ৩.৩ জলবায়ু-সহনশীল স্বাস্থ্যসেবা ও পয়নিষ্কাষন ব্যবস্থা প্রণয়ন
৬। বাস্তুতন্ত্র, জলাভূমি এবং জীববৈচিত্র্য	৪. জীব বৈচিত্র্য, বন এবং মানুষের কল্যাণে প্রকৃতি নির্ভর পদ্ধতির ব্যবস্থা করা।	৪. স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বনায়ন কর্মসূচি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাকৃতিক ঝুঁকি হ্রাস।	৪.১ জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য ইকোসিস্টেম-ভিত্তিক অভিযোজন স্কেল আপ করণ ৪.২ আবাসস্থল পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণ,বাস্তুতন্ত্র এবং জীববৈচিত্র্য ৪.৩ কমিউনিটি ভিত্তিক বনায়ন প্রসারণ
৭। নীতি ও প্রতিষ্ঠান	৫. বিদ্যমান পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় অভিযোজন (Adaptation) কৌশল অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করা।	৫. অভিযোজন (Adaptation) কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধি, গুণগতমানের উন্নতি ও সবার অংশগ্রহণের নিশ্চয়তার জন্য পরীবিক্ষণ, মূল্যায়ন, শিখন ও পরিকল্পনা কার্যক্রম এর কাঠামো তৈরী ও বাস্তবায়ন করা। (৫.১, ৫.২) ৬. অভিযোজন (Adaptation) কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধি, স্থানীয় মানব সম্পদের ব্যবহার ও সবার অংশগ্রহণের নিশ্চয়তার জন্য কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা (৫.৩, ৫.৫)	৫.১ অভিযোজনকে মূলধারায় আনতে নীতি সংস্কার ৫.২ অভিযোজন নিশ্চিত করতে পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করা ৫.৩ অভিযোজন নিশ্চিত করতে বেসরকারি খাত অর্ন্তভুক্ত করণ ৫.৫ অভিযোজন নিশ্চিত করতে ক্লাইমেট ফান্ডিং বৃদ্ধি
৮। দক্ষতার উন্নয়ন গবেষণা ও উদ্ভাবন	৬. অভিযোজন (Adaptation) কৌশল বাস্তবায়নের জন্য মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উদ্ভাবন করা।	৭. অভিযোজন (Adaptation) কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার দক্ষতা বৃদ্ধির কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা (৬.১, ৬.৩)। ৮. অভিযোজন (Adaptation) কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য নতুন নতুন উদ্ভাবন এর জন্য কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন কর। (৬.৪)	৬.১ জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ৬.৩ কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদের জন্য গবেষণা ও উদ্ভাবন

প্রতি সেক্টরে গৃহিত পরিকল্পনা (Plans for each sector)

জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনার আলোকে দশমিনা র স্থানীয় অভিযোজন পরিকল্পনাতেও ৮টি সেক্টর এর প্রস্তাব করা হয়েছে। এগুলো হলো: পানি সম্পদ, দুর্যোগ, সামাজিক সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা, কৃষি, মৎস, জলজ ও প্রাণি সম্পদ, শহর এলাকা, বাস্তুসংস্থান, জলাধার এবং জীববৈচিত্র্য, নীতি ও প্রতিষ্ঠান, দক্ষতার উন্নয়ন, গবেষণা ও উদ্ভাবন।

ক্রম	ক্ষেত্র (Sectors)
১.	Water resources (পানি সম্পদ)
২.	Disaster, social safety and security (দুর্যোগ, সামাজিক সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা)
৩.	Agriculture (কৃষি)
৪.	Fisheries, Aquaculture and Livestock (মৎস, জলজ ও প্রাণি সম্পদ)
৫.	Urban areas (শহর এলাকা)
৬.	Ecosystem, wetlands and biodiversity (বাস্তুসংস্থান, জলাধার এবং জীববৈচিত্র্য)
৭.	Policies and institutions (নীতি ও প্রতিষ্ঠান)
৮.	Capacity development, Research and Innovation (দক্ষতার উন্নয়ন, গবেষণা ও উদ্ভাবন)

সংশ্লিষ্ট প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ের বিভাগ তাদের পাঁচ বছরের পরিকল্পনা উপজেলা পর্যায়ে প্রাস্তাবনা করছে নিচে খাত অনুসারে পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হলো-

ক্ষেত্র-১

ক. সেক্টর	পানি সম্পদ
খ. লক্ষ্য	মানুষের কল্যাণে জলবায়ু সহনীয় স্বাস্থ্য সেবা, পয়ঃনিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে উন্নয়ন করা।
গ. ফলাফল	জলবায়ু সহনীয় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের নিশ্চয়তার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
ঘ. কৌশল	জলবায়ু সহনীয় জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন উন্নয়ন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ।

নং	খাত	পরিমাণ/সংখ্যা
১.	চিহ্নিত প্রকল্পের সংখ্যা	৫
২.	বাজেট:	
ক.	প্রয়োজন	১,৫৫,০০,০০০
খ.	সংস্থাপন	০০
গ.	ঘাটতি	১,৫৫,০০,০০০
৩.	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	
ক.	হস্তান্তরিত বিভাগ	ডিপিএইচই
খ.	ইউপি	-
গ.	পৌরসভা	-
ঘ.	উপজেলা	দশমিনা
ঙ.	প্রাইভেট সেক্টর	-
চ.	এনজিও/দাতা	-
৪.	উপকারভোগীর সংখ্যা	
ক.	মোট	৩০৬০০
খ.	নারী	১৪৩৭০
গ.	পুরুষ	১৬২৩০
ঘ.	বয়স্ক	৫৬৬০
ঙ.	প্রতিবন্ধি	২৮৭
চ.	ছাত্র/ছাত্রী/যুবক/যুবতী	৫১০০
৫.	প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্য বাধাসমূহ	বরিং করতে গিয়ে অনেক সময় লবন পানি আসে, জনগন নতুন প্রযুক্তিতে

		উত্তোলিত পানি গ্রহণ করতে চায়না, স্থাপনের জন্য জমি সংকট
৬.	কয়টি প্রকল্পগুলো লিঙ্গ সংবেদনশীল	৫
৭.	কয়টি প্রকল্পটি জীব বৈচিত্র রক্ষায় কোনো হুমকি তৈরী করবে না	৫
৮.	প্রকল্পগুলো জলবায়ুর কোন কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়তা করবে?	৫

ক্ষেত্র-২

ক. সেক্টর	দুর্যোগ, সামাজিক সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা
খ. লক্ষ্য	প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের মাধ্যমে জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা।
গ. ফলাফল	প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি যেমন বন্যা, নদী ভাঙ্গন ও খরা হ্রাসের মাধ্যমে গাছপালা, জীবন, জীবিকা, রাস্তা-ঘাট রক্ষা করে স্থানীয় পর্যায়ের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করে মানুষের টেকসই উন্নয়ন করা।
ঘ. কৌশল	•বন্যা, নদী ভাঙ্গন ও খরার ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা। •জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত প্রভাব থেকে গাছপালা, জীবন,-জীবিকা, রাস্তা-ঘাট রক্ষা করা।

নং	খাত	পরিমাণ/সংখ্যা
১.	চিহ্নিত প্রকল্পের সংখ্যা	৭
২.	বাজেট:	
ক.	প্রয়োজন	৫৭১০০০০০
খ.	সংস্থাপন	২৩১০০০০
গ.	ঘাটতি	৩৪০০০০০
৩.	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	
ক.	হস্তান্তরিত বিভাগ	ত্রাণ ও দুর্যোগ
খ.	ইউপি	সবগুলো
গ.	পৌরসভা	-
ঘ.	উপজেলা	দশমিনা
ঙ.	প্রাইভেট সেক্টর	-
চ.	এনজিও/দাতা	লজিক, সিপিপি
৪.	উপকারভোগীর সংখ্যা	
ক.	মোট	৬৪০৮০
খ.	নারী	৩১৩০০
গ.	পুরুষ	২৯৭০০
ঘ.	বয়স্ক	৮৫০০
ঙ.	প্রতিবন্ধি	৫৩০
চ.	ছাত্র/ছাত্রী/যুবক/যুবতী	৪৩০০
৫.	প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্য বাধাসমূহ	অর্থসংস্থান, দক্ষতার অভাব, প্রয়োজনীয় স্থানের অভাব
৬.	কয়টি প্রকল্পগুলো লিঙ্গ সংবেদনশীল	৭
৭.	কয়টি প্রকল্পটি জীব বৈচিত্র রক্ষায় কোনো হুমকি তৈরী করবে না	৭
৮.	প্রকল্পগুলো জলবায়ুর কোন কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়তা করবে?	৭

ক্ষেত্র-৩

ক. সেক্টর	কৃষি
খ. লক্ষ্য	খাদ্য, পুষ্টি ও জীবিকার জন্য জলবায়ু সহনীয় কৃষির প্রচলন করা।
গ. ফলাফল	জলবায়ু সহনীয় কৃষির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টিচাহিদা পূরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যর উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন করা।
ঘ. কৌশল	জলবায়ু সহনীয় কৃষির সম্প্রসারণ করা।

নং	খাত	পরিমাণ/সংখ্যা
১.	চিহ্নিত প্রকল্পের সংখ্যা	১২

২.	বাজেট:	
ক.	প্রয়োজন	৪৭২,০৭,০০,০০০
খ.	সংস্থাপন	০
গ.	ঘাটতি	৪৭২,০৭,০০,০০০
৩.	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	
ক.	হস্তান্তরিত বিভাগ	কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ
খ.	ইউপি	-
গ.	পৌরসভা	-
ঘ.	উপজেলা	দশমিনা
ঙ.	প্রাইভেট সেক্টর	-
চ.	এনজিও/দাতা	এনজিও, লজিক
৪.	উপকারভোগীর সংখ্যা	
ক.	মোট	১০,৫০০
খ.	নারী	২০০০
গ.	পুরুষ	৮৫০০
ঘ.	বয়স্ক	০
ঙ.	প্রতিবন্ধি	০
চ.	ছাত্র/ছাত্রী/যুবক/যুবতী	০
৫.	প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্য বাধাসমূহ	সেচ ব্যবস্থা না থাকা, ১০০% চাষীকে দিয়ে চাষ নিশ্চিত করা।,স্থাপনের জন্য জমি পাওয়া, চাষি নির্বাচন, স্থানীয় লোকজনের দখল থেকে খালটি উদ্ধর করা, যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ
৬.	কয়টি প্রকল্পগুলো লিঙ্গ সংবেদনশীল	১২
৭.	কয়টি প্রকল্পটি জীব বৈচিত্র রক্ষায় কোনো হুমকি তৈরী করবে না	১২
৮.	প্রকল্পগুলো জলবায়ুর কোন কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়তা করবে?	১২

ক্ষেত্র-৪

ক. সেক্টর	মৎস্য, জলজ ও প্রাণি সম্পদ
খ. লক্ষ্য	মৎস্য জলজ ও প্রাণি সম্পদ
গ. ফলাফল	খাদ্য, পুষ্টি ও জীবিকার জন্য জলবায়ু সহনীয় কৃষির প্রচলন করা।
ঘ. কৌশল	জলবায়ু সহনীয় মৎস্য, প্রাণিসম্পদ এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টিচাহিদা পূরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যর উন্নয়ন এর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন করা।

নং	খাত	পরিমাণ/সংখ্যা
১.	চিহ্নিত প্রকল্পের সংখ্যা	০৮
২.	বাজেট:	
ক.	প্রয়োজন	২১২৮০০০০০
খ.	সংস্থাপন	-
গ.	ঘাটতি	২১২৮০০০০০
৩.	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	
ক.	হস্তান্তরিত বিভাগ	উপজেলা মৎস্য, প্রানি সম্পদ বিভাগ
খ.	ইউপি	-
গ.	পৌরসভা	-
ঘ.	উপজেলা	দশমিনা
ঙ.	প্রাইভেট সেক্টর	-
চ.	এনজিও/দাতা	লজিক
৪.	উপকারভোগীর সংখ্যা	
ক.	মোট	৪০০৬২০
খ.	নারী	১০১২৫
গ.	পুরুষ	৪২৮৫৫

ঘ.	বয়স্ক	**০০**
ঙ.	প্রতিবন্ধি	০০
চ.	ছাত্র/ছাত্রী/যুবক/যুবতী	০০
৫.	প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্য বাধাসমূহ	অর্থসংস্থান, দক্ষতার অভাব, প্রয়োজনীয় স্থানের অভাব
৬.	কয়টি প্রকল্পগুলো লিঙ্গ সংবেদনশীল	১৪
৭.	কয়টি প্রকল্পটি জীব বৈচিত্র রক্ষায় কোনো হুমকি তৈরী করবে না	১৪
৮.	প্রকল্পগুলো জলবায়ুর কোন কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়তা করবে?	১৪

ক্ষেত্র-৫

ক. সেক্টর	উন্নয়ন, নগর উন্নয়ন, শহর এলাকা
খ. লক্ষ্য	মানুষের কল্যাণে জলবায়ু সহনীয় স্বাস্থ্য সেবা, পয়ঃনিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে শহরের উন্নয়ন করা।
গ. ফলাফল	জলবায়ু সহনীয় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের নিশ্চয়তার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা
ঘ. কৌশল	পরিবেশ বান্ধব নীল ও সবুক কাঠামো প্রসার পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণের নিমিত্তে জলবায়ু-স্মার্ট টেকসই শহর বা লোকালয় বিকাশ করণ জলবায়ু-সহনশীল স্বাস্থ্যসেবা ও পয়নিষ্কাষন ব্যবস্থা প্রণয়ন

নং	খাত	পরিমাণ/সংখ্যা
১.	চিহ্নিত প্রকল্পের সংখ্যা	১৮
২.	বাজেট:	
ক.	প্রয়োজন	৫৩৯৪৪৫০০০০
খ.	সংস্থাপন	-
গ.	ঘাটতি	৫৩৯৪৪৫০০০০
৩.	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	
ক.	হস্তান্তরিত বিভাগ	এলজিইডি, পিআইও
খ.	ইউপি	-
গ.	পৌরসভা	-
ঘ.	উপজেলা	দশমিনা
ঙ.	প্রাইভেট সেক্টর	-
চ.	এনজিও/দাতা	লজিক
৪.	উপকারভোগীর সংখ্যা	
ক.	মোট	**৪২৩০০**
খ.	নারী	২১১২২০
গ.	পুরুষ	২১৩২৮০
ঘ.	বয়স্ক	৩১৯৯৫
ঙ.	প্রতিবন্ধি	১০১৮
চ.	ছাত্র/ছাত্রী/যুবক/যুবতী	১৮০৭
৫.	প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্য বাধাসমূহ	অর্থ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, টেকনোলজি, প্রশাসনিক সমন্বয়
৬.	কয়টি প্রকল্পগুলো লিঙ্গ সংবেদনশীল	১৮
৭.	কয়টি প্রকল্পটি জীব বৈচিত্র রক্ষায় কোনো হুমকি তৈরী করবে না	১৮
৮.	প্রকল্পগুলো জলবায়ুর কোন কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়তা করবে?	১৮

ক্ষেত্র-৬

ক. সেক্টর	বাস্তুসংস্থান, জলাধার এবং জীববৈচিত্র্য
খ. লক্ষ্য	জীব বৈচিত্র্য, বন এবং মানুষের কল্যাণে প্রকৃতি নির্ভর পদ্ধতির ব্যবস্থা করা।
গ. ফলাফল	স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বনায়ন কর্মসূচি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাকৃতিক ঝুঁকি হ্রাস।
ঘ. কৌশল	জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য ইকোসিস্টেম-ভিত্তিক অভিযোজন স্কেল আপ করণ আবাসস্থল পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণ,বাস্তুতন্ত্র এবং জীববৈচিত্র্য কমিউনিটি ভিত্তিক বনায়ন প্রসারণ

নং	খাত	পরিমাণ/সংখ্যা
১.	চিহ্নিত প্রকল্পের সংখ্যা	১৪
২.	বাজেট:	
ক.	প্রয়োজন	২১২৮০০০০০
খ.	সংস্থাপন	-
গ.	ঘাটতি	২১২৮০০০০০
৩.	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	
ক.	হস্তান্তরিত বিভাগ	উপজেলা মৎস্য, প্রানি সম্পদ বিভাগ
খ.	ইউপি	-
গ.	পৌরসভা	-
ঘ.	উপজেলা	দশমিনা
ঙ.	প্রাইভেট সেক্টর	-
চ.	এনজিও/দাতা	লজিক
৪.	উপকারভোগীর সংখ্যা	
ক.	মোট	৪০০৬২০
খ.	নারী	১০১২৫
গ.	পুরুষ	৪২৮৫৫
ঘ.	বয়স্ক	০০
ঙ.	প্রতিবন্ধি	০০
চ.	ছাত্র/ছাত্রী/যুবক/যুবতী	০০
৫.	প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্য বাধাসমূহ	অর্থসংস্থান, দক্ষতার অভাব, প্রয়োজনীয় স্থানের অভাব
৬.	কয়টি প্রকল্পগুলো লিঙ্গ সংবেদনশীল	১৪
৭.	কয়টি প্রকল্পটি জীব বৈচিত্র রক্ষায় কোনো হুমকি তৈরী করবে না	১৪
৮.	প্রকল্পগুলো জলবায়ুর কোন কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়তা করবে?	১৪

ক্ষেত্র-৭

ক. সেক্টর	নীতি ও প্রতিষ্ঠান
খ. লক্ষ্য	বিদ্যমান পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় অভিযোজন (Adaptation) কৌশল অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করা।
গ. ফলাফল	অভিযোজন (Adaptation) কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধি, গুণগতমানের উন্নতি ও সবার অংশগ্রহণের নিশ্চয়তার জন্য পরীবিক্ষণ, মূল্যায়ন, শিখন ও পরিকল্পনা কার্যক্রম এর কাঠামো তৈরী ও বাস্তবায়ন করা। (৫.১, ৫.২) অভিযোজন (Adaptation) কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধি, স্থানীয় মানব সম্পদের ব্যবহার ও সবার অংশগ্রহণের নিশ্চয়তার জন্য কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা
ঘ. কৌশল	অভিযোজনকে মূলধারায় আনতে নীতি সংস্কার অভিযোজন নিশ্চিত করতে পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করা অভিযোজন নিশ্চিত করতে বেসরকারি খাত অর্ন্তভুক্ত করণ অভিযোজন নিশ্চিত করতে ক্লাইমেট ফান্ডিং বৃদ্ধি

নং	খাত	পরিমাণ/সংখ্যা
১.	চিহ্নিত প্রকল্পের সংখ্যা	৬
২.	বাজেট:	
ক.	প্রয়োজন	
খ.	সংস্থাপন	৫০০০০০০
গ.	ঘাটতি	০
৩.	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	৫০০০০০০
ক.	হস্তান্তরিত বিভাগ	
খ.	ইউপি	**উপজেলা প্রশাসণ**
গ.	পৌরসভা	-
ঘ.	উপজেলা	-
ঙ.	প্রাইভেট সেক্টর	দশমিনা
চ.	এনজিও/দাতা	-
৪.	উপকারভোগীর সংখ্যা	লজিক অন্যান্য দাতা সংস্থা ও কমিউনিটি
ক.	মোট	
খ.	নারী	সমগ্র উপজেলা
গ.	পুরুষ	-
ঘ.	বয়স্ক	-
ঙ.	প্রতিবন্ধি	-
চ.	ছাত্র/ছাত্রী/যুবক/যুবতী	-
৫.	প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্য বাধাসমূহ	-
৬.	কয়টি প্রকল্পগুলো লিঙ্গা সংবেদনশীল	স্থান, অর্থ, দক্ষ প্রশিক্ষক, প্রয়োজনীয় গবেষণা ও উপাত্তের অভাব, নেতৃত্বস্তানীয় ও স্থানিয়দের আগ্রহ
৭.	কয়টি প্রকল্পটি জীব বৈচিত্র রক্ষায় কোনো হুমকি তৈরী করবে না	৬
৮.	প্রকল্পগুলো জলবায়ুর কোন কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়তা করবে?	৬

ক্ষেত্র-৮

ক. সেক্টর	দক্ষতার উন্নয়ন, গবেষণা ও উদ্ভাবন
খ. লক্ষ্য	অভিযোজন (Adaptation) কৌশল বাস্তবায়নের জন্য মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উদ্ভাবন করা।
গ. ফলাফল	. অভিযোজন (Adaptation) কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার দক্ষতা বৃদ্ধির কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা অভিযোজন (Adaptation) কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য নতুন নতুন উদ্ভাবন এর জন্য কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন কর।
ঘ. কৌশল	জ্ঞান ব্যবস্থাপনা কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদের জন্য গবেষণা ও উদ্ভাবন

নং	খাত	পরিমাণ/সংখ্যা
১.	চিহ্নিত প্রকল্পের সংখ্যা	১২
২.	বাজেট:	
ক.	প্রয়োজন	২৫০৩০০০০
খ.	সংস্থাপন	০
গ.	ঘাটতি	২৫০৩০০০০

৩.	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	
ক.	হস্তান্তরিত বিভাগ	যুবউন্নয়ন , মহিলা বিষায়ক, অধিদপ্তর এবং সমবায়
খ.	ইউপি	-
গ.	পৌরসভা	-
ঘ.	উপজেলা	দশমিনা
ঙ.	প্রাইভেট সেক্টর	-
চ.	এনজিও/দাতা	লজিক
৪.	উপকারভোগীর সংখ্যা	
ক.	মোট	৩৩২৭
খ.	নারী	১৫০০
গ.	পুরুষ	১৮২৭
ঘ.	বয়স্ক	০
ঙ.	প্রতিবন্ধি	০
চ.	ছাত্র/ছাত্রী/যুবক/যুবতী	০
৫.	প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্য বাধাসমূহ	স্থান, অর্থ, দক্ষ প্রশিক্ষক, স্থানিয়দের আগ্রহ
৬.	কয়টি প্রকল্পগুলো লিঙ্গ সংবেদনশীল	১২
৭.	কয়টি প্রকল্পটি জীব বৈচিত্র রক্ষায় কোনো হুমকি তৈরী করবে না	১২
৮.	প্রকল্পগুলো জলবায়ুর কোন কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়তা করবে?	১২

ক. চিহ্নিত প্রকল্পের সংখ্যা (Number of projects)

উপরে বর্নিত ছকে আটটি ক্ষেত্রে মোট মোট ৮৭ টি স্কিমের উল্লেখ করা হয়েছে। পানি সম্পদ-৫ টি, দুর্যোগ, সামাজিক সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা-৭ টি, কৃষি-১২ টি, মৎস্য-০৮ টি, জলজ ও প্রাণি সম্পদ-১৮ টি, শহর এলাকা-১৪ টি, বাস্তুসংস্থান, জলাধার এবং জীববৈচিত্র্য-০৬ টি, নীতি ও প্রতিষ্ঠান-৫, দক্ষতার উন্নয়ন গবেষণা ও উদ্ভাবন-১২ টি

খ. বাজেট (Budget)

উল্লেখিত আটটি সেক্টরের স্কিমের জন্য সম্ভাব্য বাজেট ধরা হয়েছে একহাজার চৌষট্টি কোটি তেত্রিশ লক্ষ আশি হাজার (১০৬৪,৩৩,৮০,০০০/-)টাকা এটি একটি সম্ভব্য বাজেট এখানে কোন সংস্থাপন দেখানো হয়নি সম্পূর্ণ পরিমাণ ঘাটতি বাজেট দেখানো হয়েছে।

গ. বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (Implementing agent)

বাস্তবায়নকারী প্রটিষ্টান হিসেবে সরকারি বেসরকারি সহ প্রায় সকল ধরণের অংশীজনের নাম এসেছে বিশেষ করে দায়িত্বরত সরকারি বিভাগ গুলো যেমনঃ কৃষি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, মৎস্য, পশু সম্পদ, বন বিভাগ, যুবউন্নয়ন, মহিলা বিষায়ক অধিদপ্তর, উপজেলা পরিষদ, উপজেলা প্রশাসণ, কমিউনিটি, স্থানীয় নেতৃত্ব, ইউনিয়ন পরিষদ ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যেমনঃ লজিক, জেজিডি, সিপিপি প্রভৃতি।

ঘ. উপকারভোগীর সংখ্যা (Number of beneficieries)

এখানে উল্লেখ্য যে প্রটিটি স্কিম থেকে সম্পূর্ণ দশমিনা কনো না কোনো ভাবে উপকৃত হবেন এবং একজন উপকার ভোগী একাধিক স্কিম থেকে উপকাভোগ করবেন যেহেতু প্রতিটি স্কিম একটি অন্যের পরিপূরক। উপরে বর্নিত ছকের হিযাবে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা নয় লক্ষ বায়ান্ন হাজার সাতচল্লিশ (৯,৫২,০৪৭) জনের মধ্যে নারী দুই লক্ষ আশি হাজার ছয়শত চল্লিশ (২,৮০,৬৪০) জন এবং পুরুষের সংখ্যা তিন লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার দুইশত সাতচল্লিশ (৩,৫৫,২৪৭) জন।

ঙ. প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে জেন্ডার সংবেদনশীলতা (Gender sensitivity)

বর্তমান সময়ে এসে যেকোনো পরিকল্পনা জেন্ডার সংবেদশীল হওয়া অত্যানশ্যকীয়। এই অভিযোজন পরিকল্পনা জেন্ডার ভিত্তিক চাহিদা এবং প্রয়োজনীয় জেন্ডার সম্বন্ধীয় উপাত্তকে বিবেচনা করে হয়েছে। নির্বাচিত প্রতিটি স্কিমের জেন্ডার সংবেদনশীলতাকে প্রাধান্য দিয়ে করা হবে। প্রতিটি স্কিমের পরিকল্পনা ,নকশা , বাস্তবায়ন এবং পরবর্তীতে সেবা গ্রহণ ও প্রদাণ প্রতিটি ধাপ জেন্ডারকে অর্ন্তভীক্ত করে করা হবে। সামাজিক জবাবদিহিতা, পরীবেক্ষণের মতো বিষয়গুলেতো জেন্ডার সংবেদশীলতার ুপর ভিত্তিকরে গুনগতমান যাচাই করা হবে। বিশেষ করে দুর্যোগ বিষয়ক পদক্ষেপে জেন্ডার সংবেদশীলতাকে অধিক প্রধান্য দেওয়া হবে

চ. জীব বৈচিত্র রক্ষায় প্রকল্পগুলোর ভূমিকা (Biodivirsity)

দশমিনা উপজেলা প্রকৃতির অপার শোভা মন্ডিত একই সাথে এখানে রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীব্বৈচিত্রতা যা বাংলাদেশের অন্য যে কোনো উপজেলার থেকে বেশি। উপকূল এবং নদী বেষ্টিত হওয়ার কারণে এখানে উদ্ভদ অ জলজপ্রানীদের বৈচিত্রের ভান্ডার রয়েছে। তবে ব্ররতমানে তা হমকির সম্মুখীন । উপজেলার সর্বত্র বিভিন্ন প্রজাতির দেশীয় গাছ-গাছালি দিয়ে ঘেরা। এখানে প্রচুর বনজ ও ফলজ গাছ রয়েছে। প্রধান গাছের মধ্যে,আম, কাঠ াল, বেল, নারীকল, আতাফল, শরিফা,কামরাঙ্গা,সুপারি,নিম, বিলাতিগাব,পেচাগাব, পেঁপে, জাম্বুরা, জারুল, খেজুর, পেয়ারা, কাউফল, চালতা,জামির, আমড়া, জলপাই, বহই, বরই, আমলকি,বাঁশ সফেদা, তাল,কাঠবাদাম তেঁতুল,কলা ইত্যাদি। স্থানীয় লতা-পাতার, টামবুল, সুন্দরী লতা, কালসি,কুমারীলতা। উপজেলার বিলুপ্ত প্রায় প্রাণীর মধ্য বিভিন্ন জাতের

মাছ উল্লেখ্য এছাড়া সুন্দি কাছিম,কাউটা কাছিম, গম কাছিম ও দুরা, টিকটিকি, রক্তচাষা, তক্ষক, আজির্ন া, গুঁইসাপ, টিকটিকি, অজগর, একচক্র জাতিসাপ, শঙ্কিনী, দুমুখা সাপ, ঢাড়ঁ া সাপ, মাইটৃ সাপ, দাড়াস সাপ, লউডগা, প্রায় ৬ প্রজাতির সামুদ্রিক সাপ, মাহনার লাটি সাপ, চন্দ্র বাড়া, সরু কানা সাপ,বামন কানা সাপ

ইত্যাদি। প্রাকৃতিক নিসর্গর মাঝে অলংকার হয় আছে নানা পাখ- পাখালি। পাখির কলরব ,বালিহাসঁ , সঙ্গাচিল বা লাল চিল ,ৃকারা ঈগল , ডাহুক, কারা, কালা কুট, জল চা পাখি, বাটান, পদ্মা জল কবুতর, জল কবুতর । মাছ খৃকা গাঙচিল , সবুজ ঘুঘু, লাল ঘঘু, রাজ ঘঘু, পাপিয়া, কালা কাকিল, লক্ষী পেঁচা, মাছরাঙ্গা, কুড়ালী, হলৃদ পাখি, গুকর শালিক,কাঠ শালিক, ভাতশালিক,ঝুটশালিক,সিপাহীবুলবুল,টুনটুনি,ইত্যাদি।

এই সকল পারণ বৈচিত্র রক্ষায় স্থানীয় খালগুলো পুনঃউদ্ধার, কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমানো ও বনায়নের মতো প্রকল্প পরিকপনায় আনা হয়েছে যা এইক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি।

ছ. বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রকল্পের ভূমিকা (Types of disaster risk reduction)

দুর্যোগ মোকাবেলাকে সামনে রেখেই মুলত পরিকল্পনা করা হয়েছে এই ক্ষেত্রে উল্লেখিত দূর্যোগ ঘূর্নিঝড় এছাড়া মানবসৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা যেমন জলাবদ্ধতা, বায়ুদূষণ বজ্রপাত , উচ্চজোয়ার,নদীভাঙ্গন, খরা, শৈতপ্রবাহ সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ গুলোকে মোকাবেলায় প্রকল্প পরিকল্পনা করা হয়েছে যেখানে স্থানীয় মানুষের জ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্বোনয়ের মাধ্যমে করা হবে যাতেকরে এটি একটি তেকসই স্যাধান দিতে পারে।

প্রতিবন্ধকতা সমূহ (Challenges of the LAPA)

উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলোঃ

১। অপ্রতুল বাজেট
২। মাঠ পর্যায়ে অনাগ্রহ
৩। দক্ষ জনবলের অভাব
৪। প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির অপ্রতুলতা
৫। দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব
৬। সরকারি, বেসরকরি ও কমিউনিটি পর্যায়ে যথাযথ সমন্বয় তৈরীর ক্ষেত্রের অভাব

উপসংহার (Conclusion)

দশমিনা উপজেলার প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় এই স্থানীয় অভিযোজন পরিকল্পনা একটি মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত হবে। এই পরিকল্পনাটি উপজেলা প্রশাসন ও পরিষদের একটি সম্মালিত প্রচেষ্টা যা এটিকে আরো অর্থবহ করে তুলেছে। স্থানীয় জ্ঞান ও প্রেক্ষাপটকে সম্বনয় করে এই যে পা^চবছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে তা আগামী পাঁচবছরে এই উপজেলাকে জলবায়ু সহনশীল হতে এবং টেকসই উন্নয়নের পথে অনেক বেশি এগিয়ে নিয়ে যাবে।

পরিশিষ্ট (Annex

South-western coastal area and Sundarbans (SWM) – Khulna, Bagerhat, Patukhali, Bhola and Barguna

দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকা এবং সুন্দরবন (SWM)- খুলনা, বাগেরহাট, পাটুখালী, ভোলা এবং বরগুনা এলাকার জন্য প্রযোজ্য জলবায়ু সহিষ্ণু বিভিন্ন পদক্ষেপের উদাহরণ জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনার আলোকে

Water resources পানি সম্পদ

১. প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধাসহ সমন্বিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, জরুরী অপসারণের জন্য রাস্তা এবং কার্যকারী যোগাযোগ অবকাঠামো (রেডিও), মোবাইল হাসপাতাল, বহুমুখী বন্যার পরিমাপক, সৌরচালিত পানীয় জলের ব্যবস্থা, উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বনায়ন, পানি শোধনাগার, লিভিং সোরলাইন (একটি জীবন্ত উপকূলরেখা হল একটি সুরক্ষিত, স্থিতিশীল উপকূলীয় প্রান্ত যা প্রাকৃতিক উপাদান যেমন গাছপালা, বালি বা শিলা দিয়ে তৈরি), খাল খনন বা পুনঃখনন, লাইট হাউস বা বাতিঘর , বাঁধ, ম্যানগ্রোভ বন, বনায়ন , পানি ব্যবস্থাপনায় ক্ষুদ্র বা ছোট অবকাঠামো (অর্থাৎ, কালভার্ট, নিষ্কাশন ব্যবস্থা, সুইচ গেট, খাল পুনঃখনন), নদী ও সমুদ্রের পাশে বাঁধ নির্মাণ, ঘূর্ণিঝড় এবং আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত ও নির্মাণসহ গৃহপালিত পশুদের আশ্রয়স্থল নির্মাণ, সংযোগ সড়ক এবং অবকাঠামো, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণে জলাধার বা পুকুর খনন।

২. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং উন্নত প্রযুক্তি ও নির্মাণ সামগ্রী বিবেচনা করে ক্রস ড্রেনেজ (ক্রস ড্রেনেজ ওয়ার্কস হল এমন একটি কাঠামো যা একটি খাল জুড়ে প্রাকৃতিক স্রোত থেকে স্রোতকে বাধা দেয়। এটি ড্রেনের পানিকে খালের পানির সাথে মিশে যাওয়া প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।) এবং পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোগুলো মেরামত, নির্মাণ এবং কিছু ক্ষেত্রে পুনরায় নকশা পুনঃনির্মাণ করতে হবে।

৩. দীঘি, পুকুর,খাল সহ অন্যান্য জলাধার খনন বা পুনঃখনন ও প্রাসঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে
মিষ্টি পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. ঝড়ের বা জলচ্ছ্বাসের ফলে সৃষ্ট উচ্চ জওয়ারের কারণে নোনাপানি প্রবেশ বন্ধ করতে অধিক উচ্চতার ডাইক নির্মাণ সেই সাথে মিঠা পানি সংরক্ষণ করার জন্য পুকুর খনন করতে হবে।

৫. যথাযথ পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রাকৃতিক খাল, জলাভূমি ও অন্যান্য হাইড্রোলজিক্যাল সিস্টেমের পুনঃখনন, পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণ।

৬. প্রবাল প্রাচীর, ভাটিভার ঘাস, ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ রোপণ, বনায়নের মতো পরিবেশবান্ধব কৌশল বা জৈবপ্রকৌশল কাজে লাগিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি হ্রাসকরণ।

Disaster, social safety and security দুর্যোগ, সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

১. জেন্ডার ও প্রতিবন্ধী সংবেদনশীল বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ বা পুনঃর্নিমাণ

২. বোট অ্যাম্বুলেন্স ব্যস্থার মাধ্যমে বোট স্কুল, নিরাপদ খবার পানি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার মতো জরুরী সেবা নিশ্চিত করণ।

৩. নিয়মিত মহড়ার ব্যবস্থা করা ।

৪. সাইক্লোন শেল্টারের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে জেন্ডার ও প্রতিবন্ধী সংবেদনশীল সংযোগ সড়ক মেরামত বা নির্মাণ ।

৫. বজ্রপাতের দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে উন্মুক্ত স্থানে কৃষক এবং পথচারীদের জন্য ছাউনি নির্মাণ

৬. বজ্রপাতের দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে বসতবাড়ির আঙ্গিনা, উন্মুক্ত স্থান ও আশ্রয়কেন্দ্রের আশেপাশে পর্যাপ্তপরিমাণ তালগাছ রোপণ

৭. বজ্রপাতের দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে তথ্যপ্রযুক্তি ও স্থানীয় কমিউনিটি ভিত্তিক দুর্যোগ পূর্বসতর্কতামুলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা

৮. জেলেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সুরক্ষাসরঞ্জাম প্রদান এবং সেটালাইট ভিত্তিক পুর্বসতরর্কতামুলক প্রযুক্তি ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত সিগনাল লাইটের ব্যবস্থা করা।

Agriculture কৃষি

১. শুষ্ক মৌসুমে ভূপৃষ্ঠের পানির প্রাপ্যতার জন্য খাল, পুকুর ইত্যাদি প্রাকৃতিক জলাধারের পুনঃখননের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ।

২. ভাসমান কৃষির প্রসার ।

৩. স্বয়ক্রিয় ফসল শুকানোর যন্ত্রের মতো আধুনিক ও স্মার্ট কৃষি সরঞ্জাম ব্যবহারের প্রসার ।

৪. কমিউনিটি ভিত্তিক বীজতলা তৈরীর প্রচলন ।

৫. বীজ সংরক্ষণশালা প্রতিষ্ঠা করা।

৬. জলবায়ু অভিযোজনে সক্ষম বাজার ছাউনি, কমিউনিটিভিত্তিক বীজ সংরক্ষাণাগার, হিমাগার, গুদামঘর এবং খাদ্য সাইলো (ফার্ম স্টোরেজ সাইলোগুলি হল এমন কাঠামো যা শস্য এবং অন্যান্য সামগ্রী স্তূপ বা গুঁড়া আকারে সংরক্ষণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে), কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ নির্মাণ।

৭. বন্যা, অন্যান্য দুর্যোগ এবং রোগের প্রাদুর্ভাবের জন্য আগাম সতর্কতা ব্যবস্থার উন্নতি করণ

৮. ইউনিয়ন পর্যায়ে মোবাইল সয়েল টেস্টিং ল্যাব বা মাটি পরীক্ষাগার স্থাপন

Fisheries, aquaculture and livestock মৎস্য, অ্যাকুয়াকালচার এবং পশুসম্পদ

১. পোতাশ্রয় সুবিধা, ফিশ হ্যান্ডলিং সেন্টার এবং জেলেদের তথ্য কেন্দ্র, কোল্ড স্টোরেজ বা হিমাগার, কোল্ড চেইন অবকাঠামো, প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধা এবং বাজার বিপনন সুবিধা, হাঁস প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র।

২. বায়ো-ফ্লক সিস্টেম পরিচিত করণ।

৩. খাঁচায় মাছ চাষ পরিচিত করণ।

৪. সচেতনতা বৃদ্ধি ও আচরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জলাশয়ে বর্জ্য এবং বিষাক্ত উপাদান ফেলা নিয়ন্ত্রণ

৫. রোগের প্রাদুর্ভাবের জন্য প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থার উন্নয়ন

৬. স্বাস্থ্যকর মাছের শুটকি প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়া প্রচলণ

Ecosystems, wetlands and biodiversity বাস্তুতন্ত্র, জলাভূমি এবং জীববৈচিত্র্য

১. ম্যানগ্রোভ বৃক্ষরোপণ মাধ্যমে পুনরুদ্ধার/সম্প্রসারণ ভাটার সময় উন্মোচিত কর্দমাক্ত জমিতে বা বৃহৎ জলজ অববাহিকার বাঁধ বা

এনেক্স ৪: তথ্য সংগ্রহের জন্য সারণী

সেক্টর: PIO Office

প্রস্তাবিত পাচঁ বছরের কর্ম পরিকল্পনার বর্ণনা

নং	১. প্রকল্পের নাম	২. উদ্দেশ্য	৩. বাস্তবায়নের সন	৪. বাস্ত বায়নের স্থান	৫. বাজেট (হাজারে) ক. প্রয়োজন	খ. সংস্থাপন	গ. উৎস	৬. বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (টিক চিহ্ন) ক. হস্তান্তরিত বিভাগ	খ. ইউপি	গ. পৌরসভা	ঘ. উপজেলা	ঙ. প্রাইভেট সেক্টর	চ. এনজিও/দাতা	৭. সম্ভাব্য উপকারভোগীর সংখ্যা ক. মোট	খ. নারী	গ. পুরুষ	ঘ. বয়স্ক	ঙ. প্রতিবন্ধি	চ. ছাত্র/ছাত্রী/যুবক/যুবতি	৮. প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্য বাধাসমূহ।	৯. প্রকল্পটি কী লিঙ্গ সংবেদনশীল?	১০. প্রকল্পটি কী জীব বৈচিত্র রক্ষায় কোনো হুমকি তৈরী করবে?	১১. প্রকল্পটি জলবায়ুর কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়তা করবে?
১.	বায়োগ্যাস	জ্বালানি সাশ্রয়	২০২৪	গ্রাম পর্যায়ে	৫০০০ x ৭০ ৩,৫০,০০০/-		Gov ফান্ড				✓			৫০,০০০	২৪০০০	২৬০০০				নেই	না	না	হ্যাঁ
২.	ক্ষুদ্র কুটির শিল্প	বেকারত্ব দূরীকরণ	২০২৪	গ্রাম পর্যায়ে	৫০০০০ x ৭০ ৩৫০০০০০/-		Gov ফান্ড				✓			৫০,০০০	২৪০০০	২৬০০০				নেই	না	না	হ্যাঁ
৩.	কৃষি বিকাশ প্রশিক্ষণ করা	স্বাবলম্বী	২০২৪	গ্রাম পর্যায়ে	৫০০০০ x ১০ x ৭০ ৩৫০০০০০০		Gov ফান্ড				✓			৫০,০০০	২৪০০০	২৬০০০				নেই	না	না	হ্যাঁ
৪.	[illegible]				৩৫০০০ x ৭০০টি																		
৫.	ব্রিজ/কালভার্ট				৩৫০০০০০ x ৬০টি																		
৬.	[illegible]				১,৫০,০০০ x ৩৫০০																		
৭.	[illegible]				২০০০ টন																		
৮.	ঢেউ টিন				২০০০ বান্ডিল + [illegible]																		
৯.					প্রতি বান্ডিলের মূল্য ৩৫০০ টাকা																		

(২০০০ x ৭৫০০) + (২০০০ x ৩৫০০)
= ১৫০০০০০০ + ৭০,০০,০০০
= ২,২০,০০,০০০/-

27.03.2024
PIO
[illegible]

1/21/2024

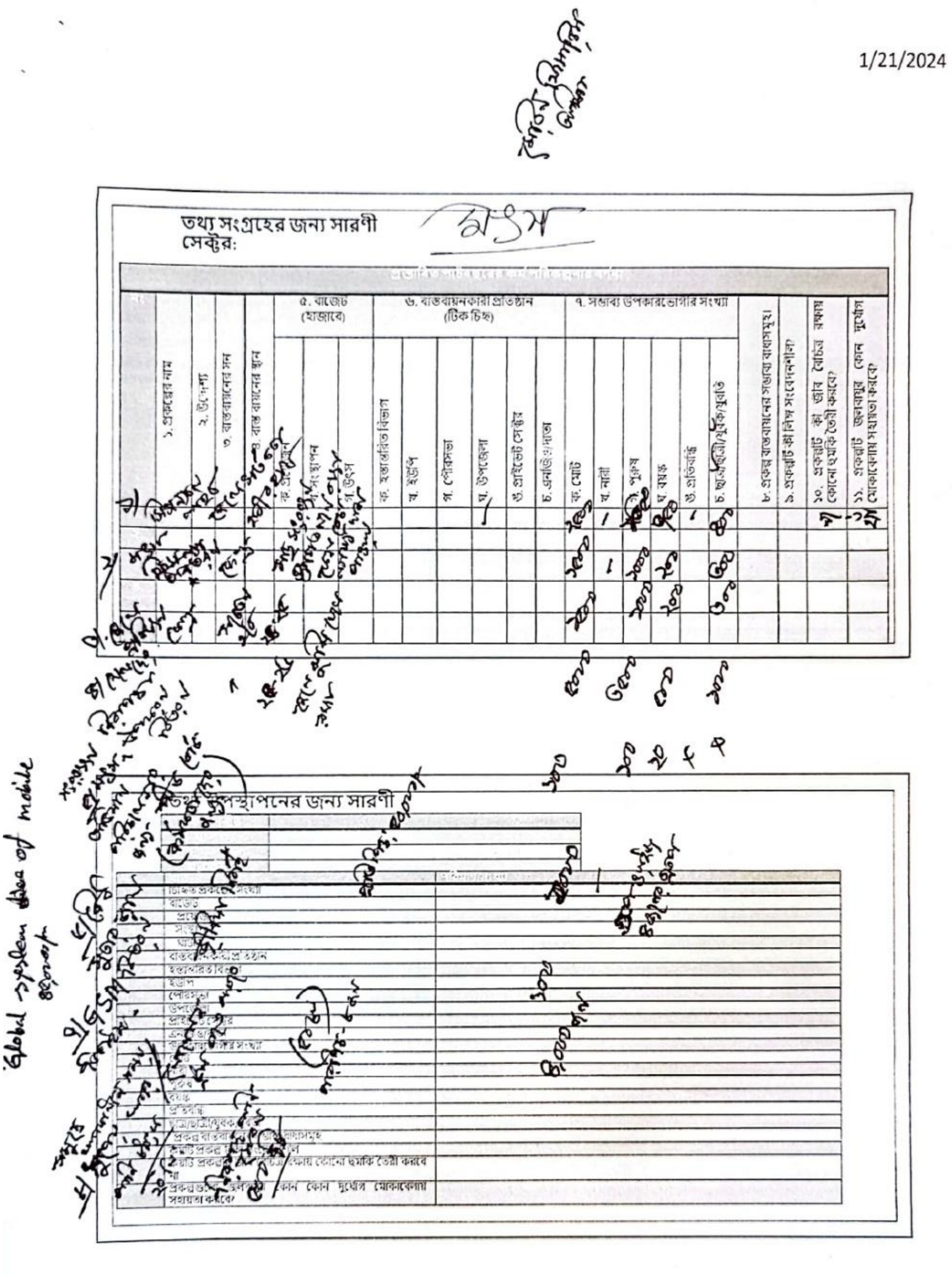
তথ্য সংগ্রহের জন্য সারণী
সেক্টর: মৎস্য
১. প্রকল্পের নাম
২. উদ্দেশ্য
৩. বাস্তবায়নের সময়
৪. বাস্তবায়নের স্থান
৫. বাজেট (হাজারে)
৬. বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (টিক চিহ্ন)
ক. হস্তান্তরিত বিভাগ
খ. ইউপি
গ. পৌরসভা
ঘ. উপজেলা
ঙ. প্রাইভেট সেক্টর
চ. এনজিও/দাতা
৭. সম্ভাব্য উপকারভোগীর সংখ্যা
ক. মোট
খ. নারী
গ. পুরুষ
ঘ. বয়স্ক
ঙ. প্রতিবন্ধী
৮. প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্য বাধাসমূহ
৯. প্রকল্পটি কী লিঙ্গ সংবেদনশীল?
১০. প্রকল্পটি কী জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় কোনো হুমকি তৈরী করবে?
১১. প্রকল্পটি জলবায়ুর কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়তা করবে?
তথ্য উপস্থাপনের জন্য সারণী
Global system idea of mobile

Agriculture

১/ উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল আবাদ বৃদ্ধি (সরিষা + সূর্যমুখী + বাদাম) = ৫০০ হেক্টর × ৫০০০০০০০/- (১০০০০০×)

২/ সেচের নালা নির্মাণ — ১২.৫ কি. × ৮২৫০০০০ = (ফসলের জমি) - ১২৫০ হেক্টর

৩/ খালখনন/সংস্কার কাজ — ১৫০ কি. × ৮২৫০০০০ " - ১২৫০ হেক্টর

৪/ ফার্ম মেকানাইজেশন যন্ত্রপাতি ক্রয় - ১২০০ × ৮০০০০০০ (৫০০০)

৫/ কৃষক প্রশিক্ষণ ব্যয় — ৭০০ × ৫০০০ = ৬৫০০০০০

৬/ মাশরুম চাষ ও কৃষি প্রযুক্তি ... ব্যয় - ৪০ জন (প্রশিক্ষণ) ৪০০০

৭/ ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি ও বিতরণ — ৩০০ × ২০০০০ = ৬০০০০০০/-

৮/ ফেরোমন ফাঁদ তৈরি ও বিতরণ - ৩০০ × ১০০০০ = ৩০০০০০০/-

৯/ (জৈব) মিশ্র সার তৈরি

১০/ কৃষক প্রশিক্ষণ (...) ৫৫০০ জন (১০০০ জন)

১১/ বীজতলা তৈরি —

মো:- নূরুল ইসলাম সরকার
01731179201

উপজেলার সমস্যা চাহিদা
সমাধান [illegible]

প্রকল্প নাম

১। প্রশিক্ষণ [illegible] — ৫০০×২০০০ =

২। পাকা রাস্তা — ৫০×১০০০০০ =

৩। ড্রেন রাস্তা ৭×২০০০০০ =

৪। মাছ চাষ = 20×১০০০০০ =

৫। ক্ষুদ্র ব্যবসা ২৫০×৫০০০০ =

৬। নারী উদ্যোক্তা তৈরি ৫০×৫০০০০

৭। স্বাস্থ্য সেবা — নারী ১৫০×৫০০০০
(নারী)

মোঃ [illegible]
[signature] ২১/৬/২৫
01705458910

LGED

ব্রীজ

কালভার্ট

সড়ক বিসি

ভবন (মার্কেট + প্রাইমারি + সাইক্লোন) (টিনশেড ভবন)

পুকুর খনন

খাল খনন

টয়লেট (পাবলিক)

সড়ক (RCC)

আয়রন ব্রীজ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
দশমিনা, পটুয়াখালী।

০১। বাঁশ ও বেতের পণ্য তৈরী প্রশিক্ষণ — ১১০ × ৬০০০
= ৬,৬০০০০/-
+ ২১০০০০

০২। নকশী কাঁথা তৈরীর প্রশিক্ষণ — ১৭৫ × ৬০০০
= ৫২৫০০০
+ ৬০০০০০
১১,২৫০০০/-

০৩। উন্নত জাতের ছাগল পালন প্রশিক্ষণ → ১৭৫০ × ১০০
= ১,৭৫০০০ × ৩
= ৫২৫০০০
২০০০০০
৭২৫০০০/-

০৪। দেশীয় কাপড়ের পোশাক তৈরী → ১৭৫ × ৮০০
= ১৪০০০০/-
+ ৬১২০০
+ ১৭৫০০০
+ ৫০০০০ +
২৬২৫২০০
২২৬৮২৫০/-
১০,০০০০০/-

০৫। টুপি তৈরী প্রশিক্ষণ → ১৪০ জন
= ১,৪০,০০০/-

২৭/৩/২৪
জেসমিন আকতার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
দশমিনা, পটুয়াখালী।